তারিখ 2 6 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কালের কণ্ঠ

ছাত্রলীগের সঙ্গে মতবিনিময়

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখতে চাই না : প্রধানমন্ত্রী

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের সব শিক্ষাঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্রলীগ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার অস্ত্রের ঝনঝনানি আমরা দেখতে চাই না। এ ধরনের কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা শিক্ষাঙ্গনে ঘটুক তা আমরা চাই না।'

গতকাল বুধবার গণভবনে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়কালে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ছাত্রলীগের ৬৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতে দেশের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে অস্ত্রের ঝনঝনানির জন্যই অনির্ধারিত বন্ধে বছরের পর বছর সেশনজট ছিল। ছাত্রসমাজ তখন দুঃসময়ে কাটিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দেখা গেছে সেশনজটে পড়ে অনেকের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করেই চাকরির বয়স শেষ হয়েছে।'

১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর সেশনজট কমাতে তাঁর সরকারের উদ্যোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ, সেমিস্টার পদ্ধতির প্রচলন এবং জিপিএ সিস্টেম চালু করার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

গণভবনের সবুজ ঘাসের লনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেনও বক্তব্য দেন। এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ডা. দীপু মনি, সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক শামীম এবং দপ্তর সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করার জন্য ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু লেখাপড়া করলেই চলবে না: জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস এবং মাদকের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে এবং এসবের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমি চাই তোমরা নিজ নিজ এলাকায় যাও বা যেখানেই যাও সেখানে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য কাজ করবে। সরকারের এই সামাজিক ব্যাধি এবং জঙ্গি উচ্ছেদ কার্যক্রমে এ সহযোগিতা করা হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।' ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের একজন সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠায় সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।